মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সাহিত্য

তানহি খান তানহা

P2A

পত্র-পত্রিকা , ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

বিসিএস বাংলা সাহিত্য								
দ্বিতীয় ভাগঃ ভাষা আন্দোলন,মুক্তিযুদ্ধ ও পত্র-পত্রিকা								
ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৩তম BCS	৪১তম BCS	৪০তম BCS	৩৮তম BCS	৩৭তম BCS	৩৬তম BCS	৩৫তম BCS
০১	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ		১			১		
০২	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ-চলচ্চিত্র	১	৩	১	১		১	২
০৩	পত্র-পত্রিকা	১	১	১	১	১	২	১
	সর্বমোট প্রশ্ন:	২	৫	২	২	২	৩	৩

P2A

মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা-আন্দোলন বিষয়ক প্রশ্ন

খোকা ও রনজু মাহমুদুল হকের কোন উপন্যাসের চরিত্র?-৪৪ বিসিএস

কোনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস?-৪৩ বিসিএস

আমার দেখা নয়াচীন?- কার লেখা? - ৪৩ বিসিএস

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর?- কার লেখা?- ৪৩ বিসিএস

৪২ বিসিএস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রথম প্রকাশিত হয়- ২০১২

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নভেল কোনটি?- জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

৪১ বিসিএস

ভাষা আন্দোলন নিয়েলেখা কবিতা -স্মৃতিস্তম্ভ

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক - কী চাহ হে শঙ্কচিল

ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস - চিলেকোঠার সিপাই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়েএকটি উপন্যাস রচনা করেছেন যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী

-১৯৭১

৩৯ বিসিএস-

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?

৪০ বিসিএস-

একুশে ফেব্রুয়ারির বিখ্যাত গানটির রচয়িতা কে?

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?- একটি কালো মেয়ের কথা।

কালো বরফ উপন্যাসটির বিষয় কী?- দেশভাগ

৩৬ বিসিএস –

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক কোনটি?- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

৩৭ বিসিএস-

আসাদের শার্ট কার কবিতা?

ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম কবিতা কার লেখা?

৩৫ বিসিএস

মিলির হাতে স্টেনগান- গল্পটি কার লেখা?

অসমাপ্ত আত্মজীবনী- কার রচিত?

নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

ভাষা আন্দোলন

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর (১৯৫৩ রচনাকাল, প্রকাশকাল ১৯৬৬) ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক।	মুনীর চৌধুরী
	বিবাহ (১৯৮৮)	মমতাজ উদ্দীন আহমদ (চরিত্র- সখিনা)
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন (১৯৬৮)	জহির রায়হান (চরিত্র: মুনিম, রসুল, সালমা, আসাদ,রেনু, নীলা)
	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
	নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
	যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন

কবর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি প্রতিবাদ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব পাস হয়। সেই কারণে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। সেই সময় একই কারাগারে অপর একটি কক্ষে বন্দী ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্ত। কমিউনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে ভাষা আন্দোলনে হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি 'কবর' নাটক।

'কবর' নাটকটি লেখা হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, কারারক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। রাতে কারাগারের বাতি নিভিয়ে দেয়া হলে লণ্ঠনের আলোয় **সেই নাটকের প্রথম মঞ্চায়নও হয়েছিল ঢাকা কারাগারে।** কারাগারে থাকা পরবর্তীতে এটি ভাষা আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশে মঞ্চায়িত হওয়া অন্যতম জনপ্রিয় নাটকে পরিণত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহতদের মরদেহ পাকিস্তান সরকার গোপনে কবর দিতে চেয়েছিল। **সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী এগিয়েছে।**

নাট্যকর্মীরা বলছেন, বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হওয়া এটাই প্রথম প্রতিবাদী নাটক।

নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, "নাটকটি মুনীর চৌধুরী লেখা শেষ করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি আর জে**লখানায় অভিনীত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি।"**

কারাগারের বাইরে কবর নাটক প্রথম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় **১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে।**

বিবাহ

- ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে কেউ কেউ স্বার্থের পাহাড় গড়েছে। কেউবা আশাভঙ্গের বেদনা কিংবা ত্যাগের মহিমাকে বছরের পর বছর লালন করে চলেছে। **বিবাহ নাটকের সখিনারও সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল**। সে যখন গায়েহলুদ আর হাতে মেহেদি মেখে বধূবেশে বসেছিল, তখন তার হবু বর বায়ান্নর উত্তাল মিছিলে ছুটে গিয়ে নিজ রক্তের বিনিময়ে ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করে। সখিনার চেতনায় সেই হলুদের রং রক্তের মতোই গভীর।
- সখিনার বাবাকেও মমতাজউদদীন বাংলাভাষা, স্বাধীনতা ও মানবতার পক্ষের একজন দরদি মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, 'ঢাকাতে শুনছি ছাত্ররা খুব ক্ষেপে গিয়েছে আতিয়া। মিছিল করবে, হরতাল করবে। করবেই তো। বাংলাভাষা যদি না থাকে তো কিসের দেশ, কিসের স্বাধীনতা এবং 'আমার মেয়ের জামাই জালেমের গুলিতে শহীদ হয়েছে। বাংলাভাষার জন্য জীবন দিয়েছে। এ তো একটা ঘটনা না। এ তো ইতিহাস, এ তো একটা অগ্নিগিরি।

আরেক ফাল্গুন

- ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ‘আরেক ফাল্গুন’ । চরিত্র: মুনিম, রসুল, সালমা, আসাদ, রাহাত, রেনু, নীলা । ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত । এ উপন্যাসের কাহিনি আছে মাত্র তিন দিন দুই রাতের । ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের নির্মম স্মৃতি বিজড়িত ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনা দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিময়তা কাহিনিকে করেছে তাৎপর্যময় এবং বর্ণনার প্রকৃতির পরিচর্যা কাহিনিকে করেছে সংকেতময় । যাদের একান্ত প্রচেষ্টায় আর সংগ্রামী ভূমিকায় আজ একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত, পেছনের সেই মানুষগুলোর গল্প 'আরেক ফাল্গুন' । ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এ ফেব্রুয়ারি পালনে পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী কর্তৃক বাধা আসে। নিষিদ্ধ করা হয় রাস্তায় মিছিল শ্লোগান । কিন্তু ছাত্ররা বদ্ধপরিকর যে কোন মূল্যে শহিদ দিবস পালন করবে এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে । তাদের কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি চালায় এবং অনেক আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে । পাকিস্তানি বাহিনীর দমন নীতির পাশাপাশি মুক্তিকামী বাঙালির অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে : “নাম ডেকে ডেকে তখন একজন একজন করে ছেলেমেয়ে ঢোকানো হচ্ছিল জেলখানার ভেতরে । নাম ডাকতে ডাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। এক সময় বিরক্তির সঙ্গে বললেন, উহ অত ছেলেকে জায়গা দেব কোথায়? জেলখানাতো এমনি ভর্তি হয়ে আছে । ওর কথা শুনে রসুল চিৎকার করে উঠল, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব । এত ছোট জেলখানায় হবে না। আর একজন বলল, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি?
- “আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হব।”

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া (এতে প্রথম আমার সোনার বাংলা গানটি ব্যাবহৃত হয়)	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
	বর্ণমালা, আমার দুখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
	অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান

P2A

কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী গুলি চালিয়ে হত্যা করে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে মিছিলরত তরুণদের।
- সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী তখন অসুস্থ; তাঁর শরীরে জলবসন্তের চিহ্ন। রাত জেগে তিনি লিখলেন আগুনঝরা কবিতা: 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে প্রতিবাদ সভায় সে কবিতা পড়লেন তাঁরই সতীর্থ চৌধুরী হারুণ-উর-রশীদ।
- পাকিস্তান সরকার সে কবিতা বাজেয়াপ্ত করে। হুলিয়া জারি করে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ওপর। তিনি এবং তাঁর কবিতা হয়ে গেল ইতিহাসের অংশ। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'—একুশের প্রথম কবিতা।

স্মৃতিস্তম্ভ

‘মানচিত্র’ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা ‘স্মৃতিস্তম্ভ’। যা ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি পুলিশ কর্তৃক শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে তিনি রচনা করেন।

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা: ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন। এ ঘটনার ফলে শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

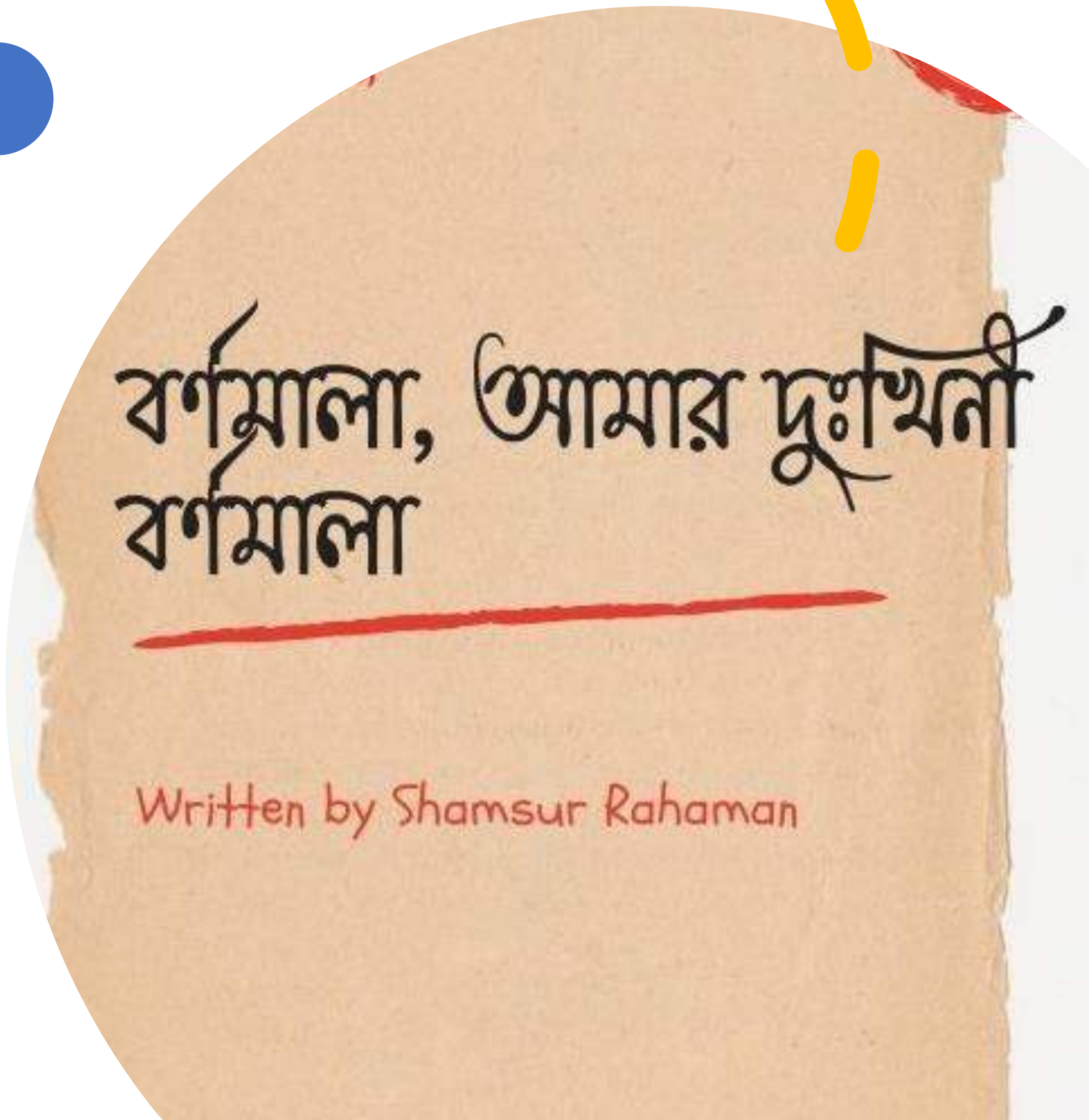

গান	লেখক
‘ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না (প্রথম গান)	ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক সুর: নিজাম উল হক
একুশে ফেব্রুয়ারি	কবির সুমন
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজল এ খোদা সুরকার ও শিল্পী: আব্দুল জব্বার
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রথম সুরকার: আবদুল লতিফ বর্তমান সুরকার: আলতাফ মাহমুদ
মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল এটি প্রভাতফেরির প্রথম গান	ভাষা সংগ্রামী প্রকৌশলী মোশারেফ উদ্দিন আহমেদ সুর:আলতাফ মাহমুদের
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়	আব্দুল লতিফ

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গবেষনা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩) প্রকাশের ৩ সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করে।	সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান
একুশের দলিল	এম আর আখতার মুকুল
ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা	এম আর আখতার মুকুল
ভাষা আন্দোলন	হুমায়ুন আজাদ
শহিদ মিনার	রফিকুল ইসলাম

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’

- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় যে আত্মদান করা হয় তার স্মরণে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমান ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন।
- প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংকলনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস শিরোনামে ৬টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখক লিখেছেন। এই সংকলনেই প্রথম প্রকাশিত হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানটি। প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে।

একুশে সংকলনের প্রচ্ছদ

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প

গল্প	লেখক
একুশের গল্প, সূর্যগ্রহণ, কয়েকটি সংলাপ	জহির রায়হান
দৃষ্টি	আনিসুজ্জামান
খরস্রোত	সরদার জয়েন উদ্দীন
প্রথম বধ্যভূমি	রাবেয়া খাতুন
শহীদ মিনার	রাজিয়া খান
কয়েকটি রজনীগন্ধা	মুর্তজা বশীর

P2A

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ

আনোয়ার পাশা

রাইফেল রোটি আওরাত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে

রচিত প্রথম উপন্যাস

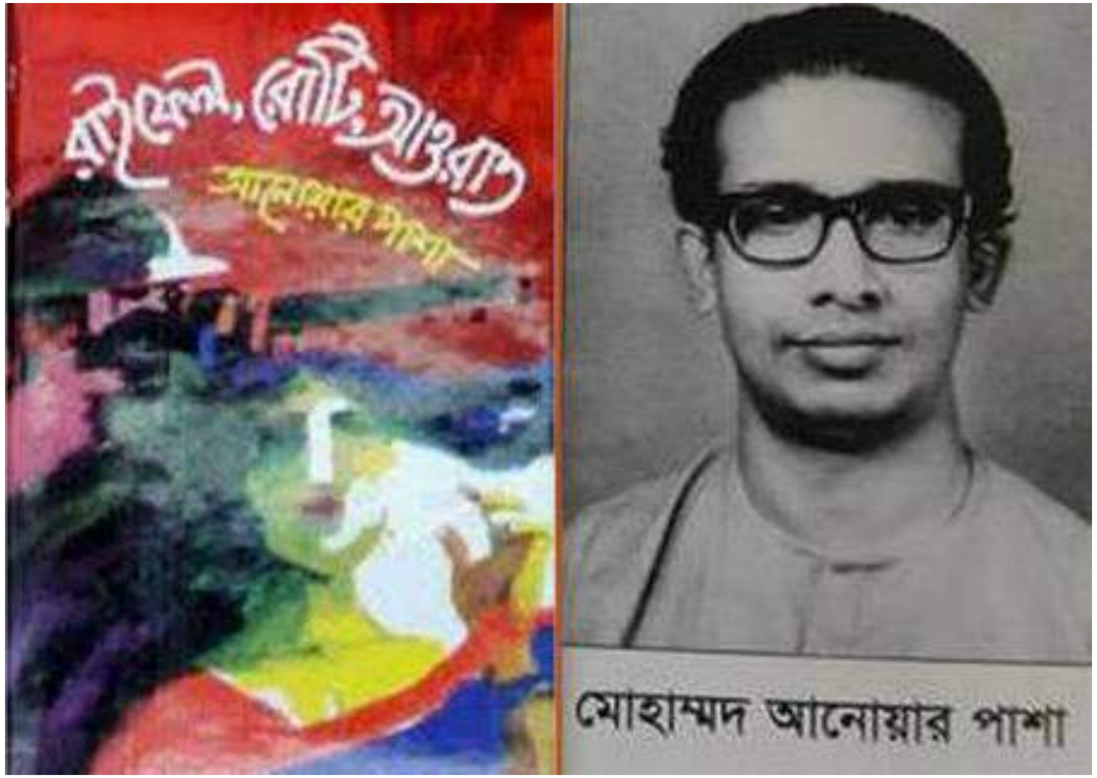

রাইফেল রোটি আওরাত

'রাইফেল রোটি আওরাত' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসকে মুক্তিযুদ্ধের অনেকে একটি প্রামাণ্য দলিলও বলে থাকেন। উপন্যাসের রচয়িতা শহীদ আনোয়ার পাশা। **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ার পাশা** ছিলেন একাধারে নির্ভীক শিক্ষক, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস রাইফেল রোটি আওরাত, যা আসলে তাঁর নিজের বয়ানে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে পরবর্তী কিছুদিনের প্রতিটি মুহূর্তের বর্ণনা। উপন্যাস যে কালের সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে, বহন করতে পারে সময়ের চিহ্ন তার প্রমাণ 'রাইফেল রোটি আওরাত'।

উপন্যাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সুদীপ্ত শাহীন চরিত্রের আড়ালে আনোয়ার পাশা নিজেকেই এঁকেছেন।** পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন দেশের ক্রান্তিকালে বিভিন্ন মানুষের মনস্তত্ব। তিনি দেখেছেন প্রগতিশীলতার আড়ালে অনেকের পাকিস্তানপন্থী মনোভাব, আবার অনেককে দেখেছেন গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে। **সুদীপ্ত শাহীনের** বয়ানে উপন্যাসটিতে আমরা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ দেখি, সুদীপ্তর মনযাতনা দেখি, পাশাপাশি নতুন দিনের আশাবাদও দেখি।

আনোয়ার পাশা উপন্যাস শুরু করেছেন **"বাংলাদেশে নামলো ভোর" –লাইনটি দিয়ে**। শেষ করেছেন, "নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতো দূরে। বেশি দূরে হ'তে পারে না। **মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ! কেটে যাবে।**"– কিন্তু লেখক যে স্বাধীন ভোর দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, তা তিনি দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আনোয়ার পাশা ঘাতক আলবদর কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হন।

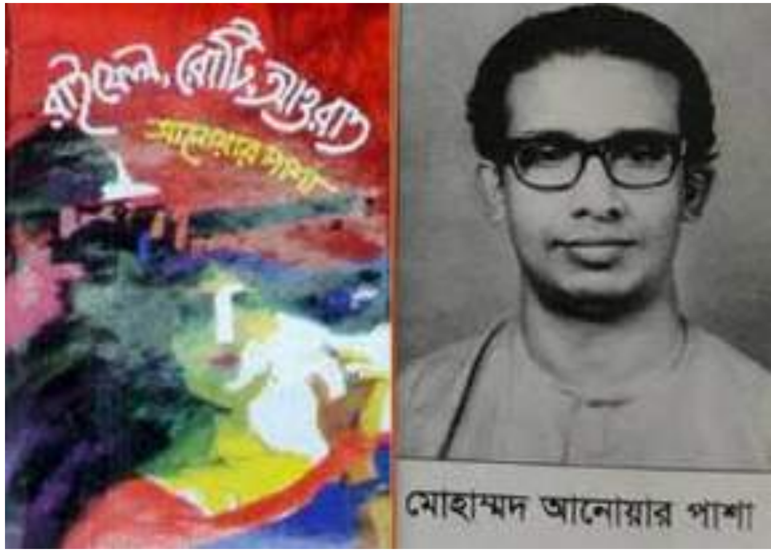

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান

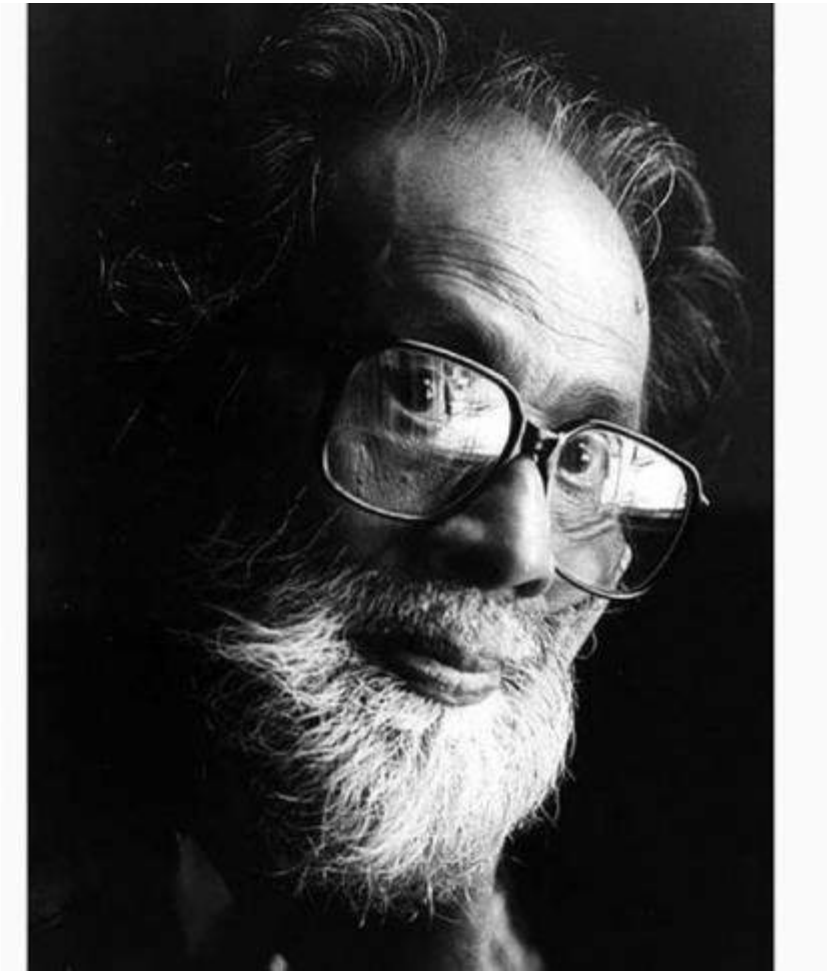

জাহান্নম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী

জাহান্নম হইতে বিদায়

- জাহান্নম হইতে বিদায় উপন্যাসটি ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতা বসে লেখা। দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্য সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাড়া দিয়ে এটি লেখান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এটাই সম্ভবত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস।

- 'জাহান্নম হইতে বিদায়' শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। যা ১৯৭১ সালে লেখা। সেসময় দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশের জন্য সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষের অনুরোধে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন। 'জাহান্নম হইতে বিদায়' ওই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রবীণ শিক্ষক গাজী রহমানকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে কাহিনি। অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রেজা আলী, কিরণ রায়, সৈয়দ আলী, আলম, ইউসুফ, বৃদ্ধা, ফালু ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

হুমায়ূন আহমেদ

নির্বাসন

আগুনের পরশমণি

শ্যামল ছায়া

জোছনা ও জননীর গল্প

অনীল বাগচীর একদিন

সৈয়দ শামসুল হক

নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন

দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, ত্রাহী

নিষিদ্ধ লোবান

- **‘সৈয়দ শামসুল হক** “নিষিদ্ধ লোবান” রচনা করেছেন ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে। নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে বই আকারে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে । ২০১১ সালে এই উপন্যাসের অবলম্বনেই নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু নির্মান করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র “ **গেরিলা**” ।

- চরিত্র: ”নিষিদ্ধ লোবান” উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস ও সিরাজ ।

সেলিনা হোসেন

হাঙর নদী গ্রেনেড,

যুদ্ধ

শওকত আলী

যাত্রা

আবু জাফর শামসুদ্দীন

দেয়াল

তাহমিমা আনাম

এ গোল্ডেন এজ

(A Golden Age)

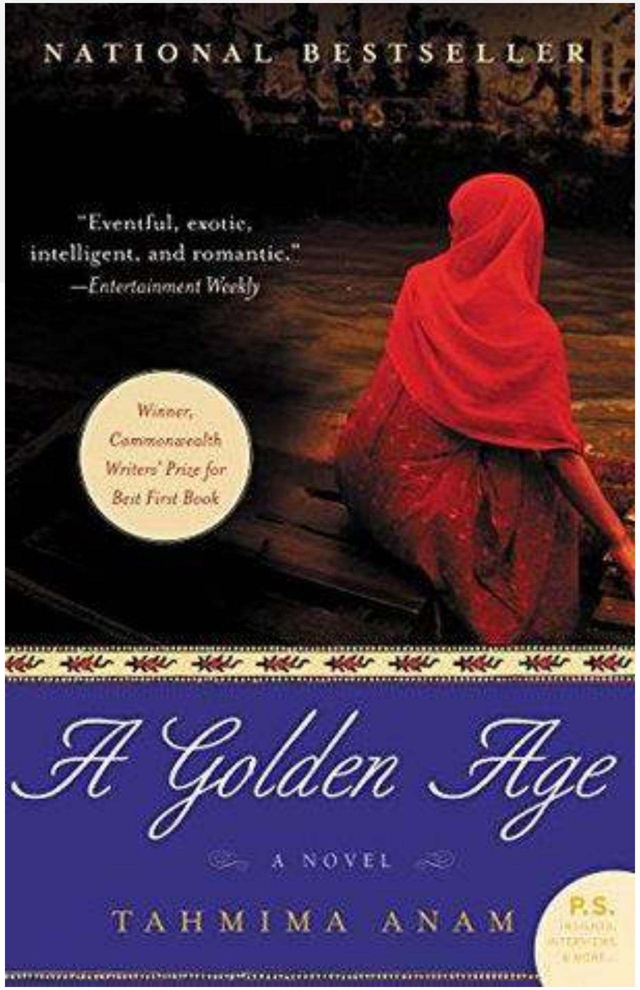

রশীদ হায়দার

খাঁচায়

রশীদ করিম

আমার যত গ্লানি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কালো মেয়ের কথা

একটি কালো মেয়ের কথা

এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে রচিত। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নাজমা নামে কালো একটি মেয়ে। ১৯৭১ সালে এটি প্রকাশ পায়। গল্পের নায়ক ডেভিড আর্মস্ট্রং। উপন্যাসের ঘটনাকাল একাত্তরের মার্চ-এপ্রিল, ঘটনাস্থল পূর্ব বাংলা।

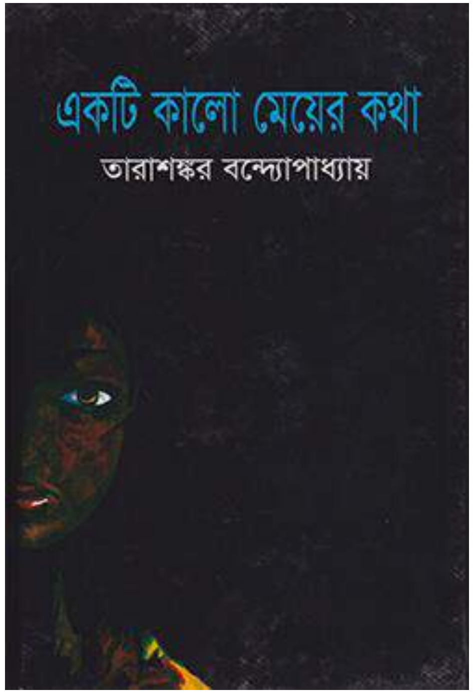

বংশপরিচয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়েও ঘটনাচক্রে পূর্ব বাংলায় এসে পড়ে ডেভিড! এ দেশের প্রকৃতি, ভাটিয়ালি গানের সুরে মুগ্ধ ডেভিড বিয়ে করে মায়াকে। কিন্তু হঠাৎ মায়াকে হারিয়ে সন্ন্যাসীর মতো হয়ে পড়ে ডেভিড। তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি ও অনুভূতির প্রকাশের আড়ালে মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে সেই সময়কার ভয়ানক অবস্থা। লেখক পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ ভয়ানক রাতের নৃশংসতার বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেটা পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারিবদ্ধ উলঙ্গ নারীদের রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর গুলি করে হত্যা, পেট কেটে ফেলে রাখা, নগ্ন শরীরে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে থাকা মৃতদেহের দৃশ্য।

সে রাতের পর পালাতে গিয়ে ডেভিডের দেখা হয় পূর্বপরিচিত নাজমার সঙ্গে। এরপর নাজমাকে একটা নতুন জীবন দেওয়ার অঙ্গীকারে সে ছুটে চলে। শেষ পর্যন্ত নাজমা নামের এই আশ্চর্য কালো মেয়েটি হয়ে ওঠে ১৯৭১-এর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মা-বোনদের প্রতীক।

- মৃত্যু শিয়রে রেখে তিনি 'একটি কালো মেয়ের কাহিনী' এবং 'সুতপার তপস্যা' নামে দু'খানি ছোট উপন্যাস লেখেন। মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে নিধনযজ্ঞ ঘটিয়েছিল তার বিবরণ একটি কালো মেয়ের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এবং এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে এ উপন্যাসখানি লেখা।

- অন্য উপন্যাস 'সুতপার তপস্যা' পশ্চিম বাংলার অস্থির সময়ের গল্প। রক্ত ঝরছে দুই জায়গাতেই। মুক্তিযুদ্ধে ঝরছে এই বাংলার মানুষের রক্ত। পশ্চিম বাংলাতেও ঘটছে তা-ই। কিন্তু তার পটচিত্র আলাদা। সেই অস্থির সময়ে পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কংগ্রেস শাসনে আস্থা নেই, অথচ প্রায় গোটা ভারতবর্ষেই কংগ্রেস শাসন চলছে। পশ্চিম বাংলায় নকশাল আন্দোলন এবং বাম রাজনীতির ছিন্নভিন্ন অবস্থা। মরিয়া হয়ে সবাই লড়ছে। রক্ত ঝরছে মানুষের। ভূমিকম্পে মজবুত ইমারতের যেমন ফাটল ধরে যায় এ রকম নানামুখী হানাহানিতে পশ্চিম বাংলাতেও সব কিছু ধ্বসে পড়ার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটিকে সামনে রেখেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'সুতপার তপস্যা'।

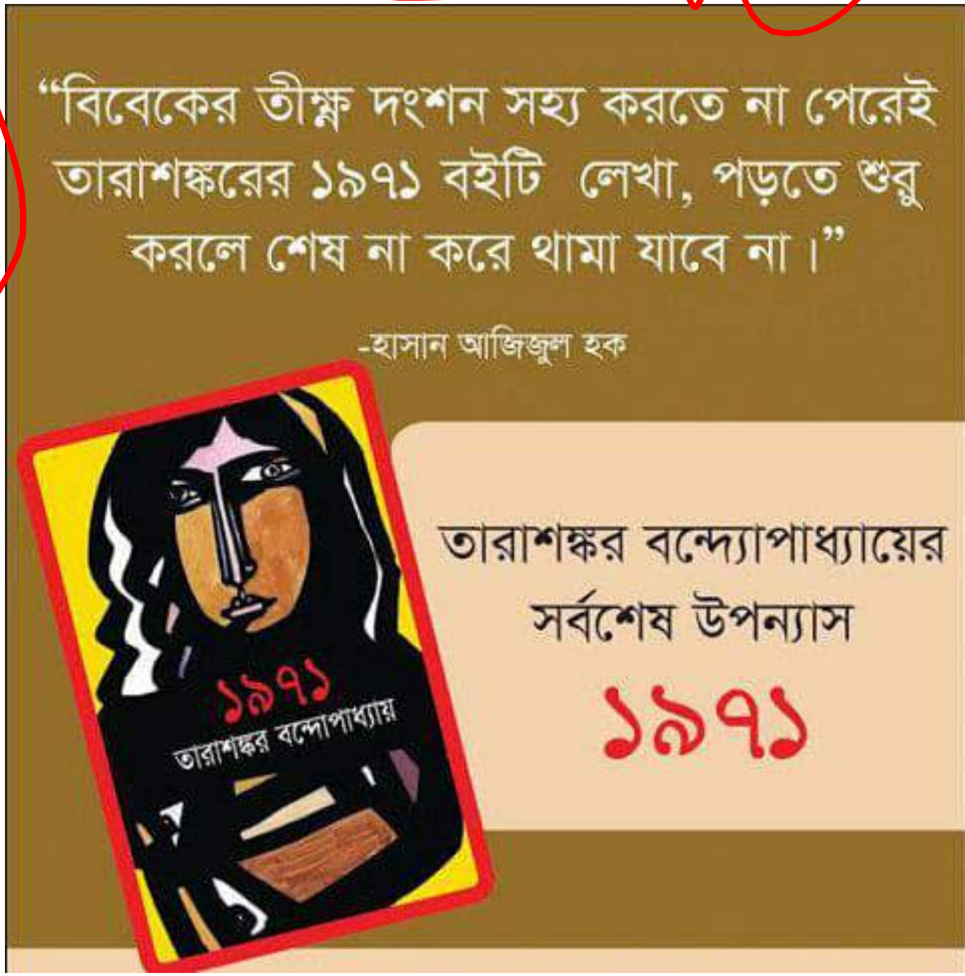

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

শহীদুল জহির

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এটি একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস। পুরো লেখার ভাঁজে ভাঁজে একাত্তর পূর্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে শুরু করে যুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারের শাসনগ্রহণ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে ফুটে উঠেছে জীবনের বাস্তবতা, মুক্তিযুদ্ধের কথা ও মানবমনের অন্তর্দাহের কথা।

গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডবলীলার কাহিনি ও সাধারণ বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা। ক্ষমতার লোভে কিছু পথভ্রষ্ট বাঙালির মানসিকতা কতটা বিকৃত হতে পারে সেটিও তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের নায়ক কিংবা মূল চরিত্র হলো আবদুল মজিদ।

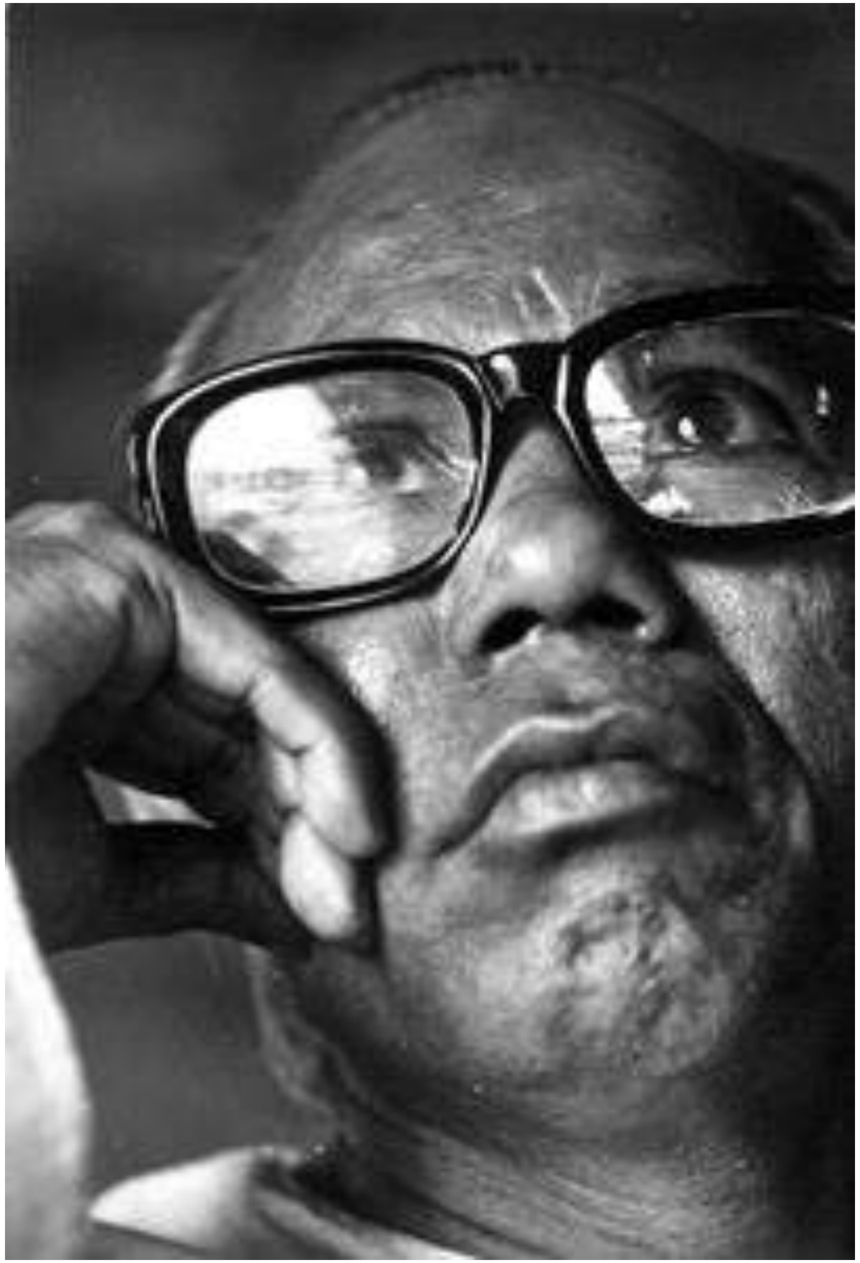

বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ

সরদার জয়েন উদ্দীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব-পশ্চিম (মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে)

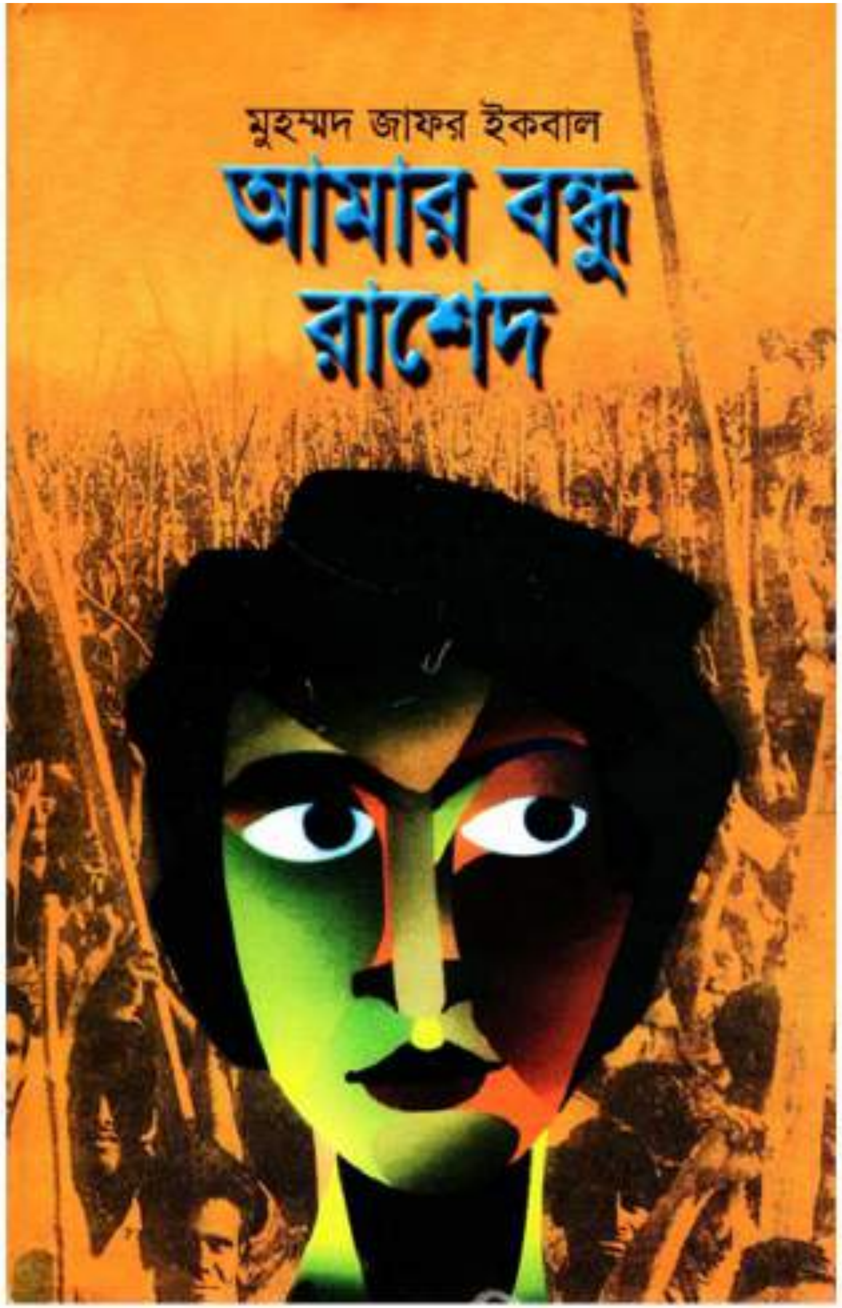

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার বন্ধু রাশেদ

(মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস)

ইমদাদুল হক মিলন

কালো ঘোড়া

জীবন আমার বোন

মাহমুদুল হক

চরিত্র: খোকা, রঞ্জু,

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও কিছু উপন্যাস

ফেরারী সূর্য - রাবেয়া খাতুন

অলাত চক্র - আহমদ ছফা

উপমহাদেশ - আল মাহমুদ

আমার যত গ্লানি - রশীদ করিম

জীবন আমার বোন - মাহমুদুল হক

তালপাতার সেপাই - আখতারুজ্জামান

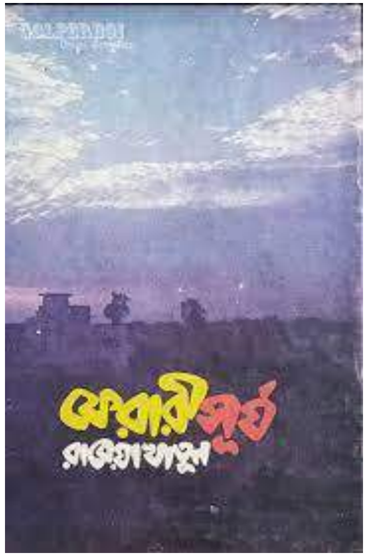

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস

- আনোয়ার পাশা --- রাইফেল রোটি আওরাত। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস।
- তাহমিমা আনাম --- এ গোল্ডেন এজ।
- মোঃ জাফর ইকবাল --- আমার বন্ধু রাশেদ। (এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক শিশুতোষ উপন্যাস)।
- রশীদ হায়দার --- খাঁচায়।
- সরদার জয়েন উদ্দীন --- বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ।
- সেলিনা হোসেন --- হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ।
- ইমদাদুল হক মিলন --- কালো ঘোড়া।
- শওকত আলি --- যাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস

- হুমায়ুন আহমেদ --- শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প, ১৯৭১, আগুনের পরশমণি, নির্বাসন
- রাবেয়া খাতুন --- ফেরারী সূর্য।
- তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় --- একটি কালো মেয়ের কথা।
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যয় ---- পূর্ব পশ্চিম।
- সৈয়দ শামসুল হক --- নিষিদ্ধ লোবান, নীলদংশন।
- শওকত ওসমান -- দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, জাহান্নাম হতে বিদায়, জলাঙ্গী
- আল মাহমুদ --- উপমহাদেশ।
- আবু জাফর শামসুদ্দীন --- দেয়াল।
- আনোয়ার পাশা - রাইফেল রোটি আওরাত।
- সেলিনা হোসেন --হাঙর নদী গ্রেনেড

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প

- মুক্তিযুদ্ধের গল্প-- রাবেয়া খাতুন
- কথোপকথন: তরুণ দম্পতি --- সৈয়দ শামসুল হক
- নামহীন গোত্রহীন (গল্পগ্রন্থ), ঘরগেরস্থি, কেউ আসেনি, ফেরা- হাসান আজিজুল হক
- রেইন কোট, অপঘাত, মিলির হাতে স্টেনগান--- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- কালো মাফলার, বেওয়ারিশ লাশ--- মাহমুদুল হক
- একাত্তরের যীশু--- শাহরিয়ার কবির
- জন্ম যদি তব বঙ্গে (গল্পগ্রন্থ)--- শওকত ওসমান
- সময়ের প্রয়োজনে--- জহির রায়হান

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা

- শামসুর রাহমান --- স্বাধীনতা তুমি।
- অ্যালেন গিনসবার্গ (USA)--- সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড।

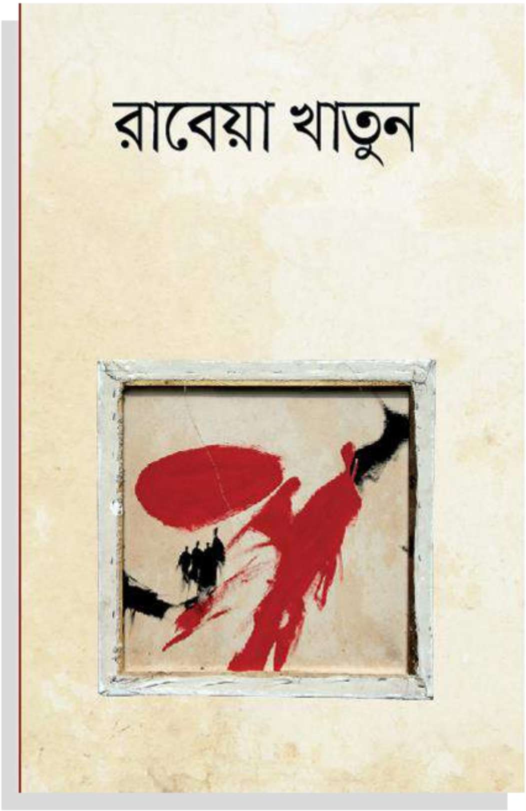

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতা

কবিতা	কবি
অন্তর্গত	সৈয়দ শামসুল হক
বাতাসে লাশের গন্ধ	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
স্বাধীনতা তুমি, অস্থি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা,রক্তসেচ, গেরিলা	শামসুর রাহমান
স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো; সল্টলেকের ইন্দিরা	নির্মলেন্দু গুণ
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিনসবার্গ (মার্কিন)
সৌন্দর্য সৈনিকের শপথ প্যারেড, নৈরাশ্যবাদী উক্তি	রফিক আজাদ
শহীদ স্মরণে, সহজে নয় স্বীকৃত, জার্নাল ১৯৭১	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
মুক্তিযুদ্ধ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

সৈয়দ শামসুল হক

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

মমতাজউদ্দীনআহমেদ

কী চাহ শঙ্খচিল,বর্ণচোরা

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

- “পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়” নাটকের চরিত্র হিসাবে রয়েছে মাতবর, পীর সাহেব, মাতবরের মেয়ে , পাইক, গ্রামবাসী, তরুণ দল ও মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাকে কেন্দ্র করেই নাটকের পটভূমি তৈরি হয়েছে।কাব্যনাট্যটি মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও শুরুর সময়কার ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত।

- নাটকের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভীষিকা, নারী নির্যাতন , পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অনাচার, রাজাকারদের পাকিস্তানি সেনাতোষণ, সাধারণ মানুষের বিপ্লব ও জেগে ওঠার বার্তাই ফুটে উঠেছে।মুক্তিযুদ্ধ চলছে । কালীপুর, হাজীগঞ্জ কিংবা ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী থেকে মানুষ আসছে । দলে দলে । “মানুষ আসতে আছে যমুনার বানের লাহান/ মানুষ আসতে আছে মহররমে ধূলার সমান”। নারী, পুরুষ, শিশু- সবাই । আসেন একজন পীর সাহেবও । সবাই জড়ো হয় গ্রামের মাতবরের বাড়িতে । উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে সবািই মাতবরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । এই মাতবরই হচ্ছেন নাটকের প্রধান চরিত্র । তিনি মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী, অর্থাৎ রাজাকার । গ্রামবাসীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটি শুরু হয় । তাদের সংলাপেই ধরা পড়ে তৎকালীন সময় আর প্রতিকূল-পরিস্থিতি ।

- হতবিহ্বল গ্রামবাসী মুক্তিযুদ্ধকালে নিজেদের করণীয় কিংবা বাঁচার উপায় মাতবরের কাছে জানতে চায় । গ্রামবাসী পাকিস্তানিদের ভয়াবহতার বিষয়টি মাতবরের কাছে উপস্থাপন করে । কিন্তু মাতবর যে পাকিস্তানপন্থী, সেটা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শুরুতে আন্দাজ করতে পারে না । গ্রামবাসীর ধারণা, মাতবর ক্ষমতার অধিকারী । তাই একমাত্র তিনিই পারেন ভয়াবহ এ বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে । মাতবর একপর্যায়ে তাদের আশ্বস্ত করেন, গত রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার দেখা ও আলাপ হয়েছে । তাই মাতবর সবাইকে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখার জন্য বলেছেন । পাশাপাশি মুক্তিবাহিনী থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন । তবে মাতবরের আশ্বাসের পরও গ্রামবাসীর মনের দ্বিধা দূর হয় না । এমনই এক সময়ে মাতবরের মেয়ে ঘরের বাইরে এসে জানায়, তার বাবা মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর। জোর করে গত রাতে তাকেও মাতবর পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

- মাতবর ও তার মেয়ে এবং গ্রামবাসীর একের পর এক সংলাপে মুক্তিসংগ্রামের বিষয়গুলো পরিস্ফুটিত হতে থাকে । মাতবর গ্রামবাসীকে জানান, তার মেয়েকে তিনি এক রাতের জন্য হলেও পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন । একপর্যায়ে মাতবরের মেয়ে অপমানে -লজ্জায় বিষপানে আত্মহত্যা করে । ঘটনা এগোতে থাকে । গ্রামের মানুষ মাতবরের মৃত্যু চায় । এদিকে মাতবরের কানে বারবার পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে । এই আওয়াজ আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনি ।

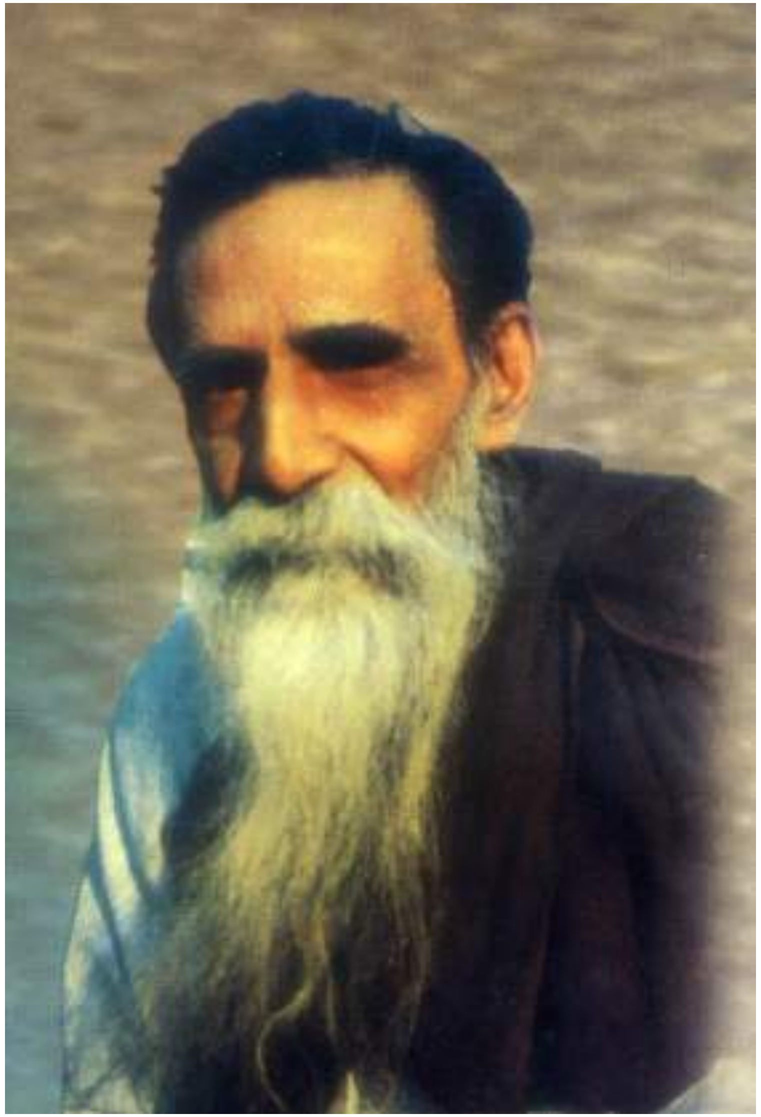

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

আলাউদ্দিন আল আজাদ

নরকে লাল গোলাপ

রনেশ দাশগুপ্ত

ফেরী আসছে

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

- নীলিমা ইব্রাহীম

যে অরণ্যে আলো নেই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

তরঙ্গভঙ্গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক একসাথে

- সৈয়দ শামসুল হক --- পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম নাটক।
- সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ -- তরঙ্গভঙ্গ।
- মমতাজ উদ্দীন আহম্মদ -- কি চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুলপুরের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা।
- আলাউদ্দীন আল আজাদ --- নরকে লাল গোলাপ।
- নীলিমা ইব্রাহিম --- যে অরণ্যে আলো নেই।
- সমতট - মামুনুর রশীদ
- সুবচন নির্বাসনে, আয়নায় বন্ধুর মুখ - আবদুল্লাহ আল মামুন
- পঙ্কজ বিভাস - জিয়া হায়দার

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

সুফিয়া কামাল

একাত্তরের ডায়েরি

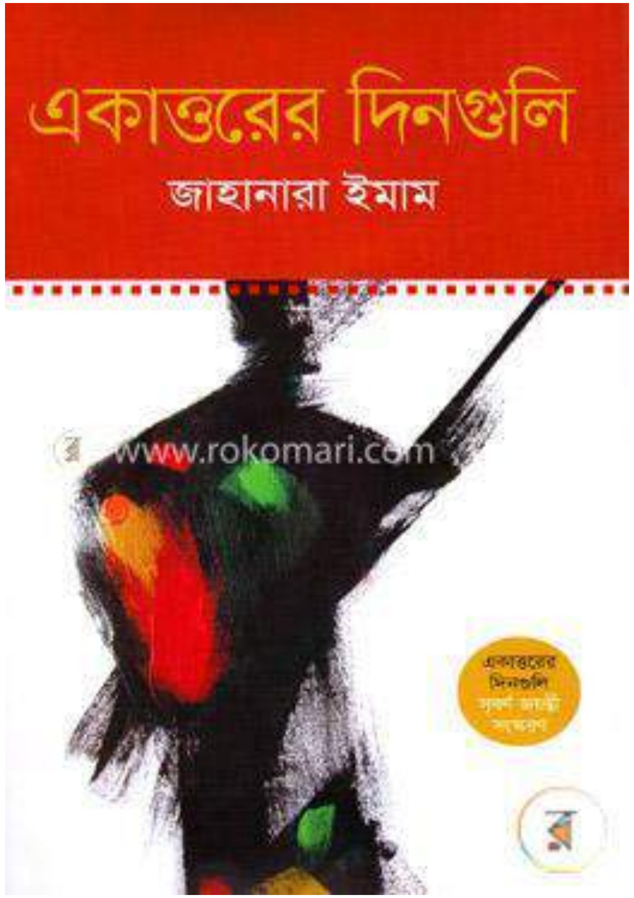

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

আলাউদ্দিন আল আজাদ

ফেরারী ডায়েরী

এম আরআখতার মুকুল

আমি বিজয় দেখেছি

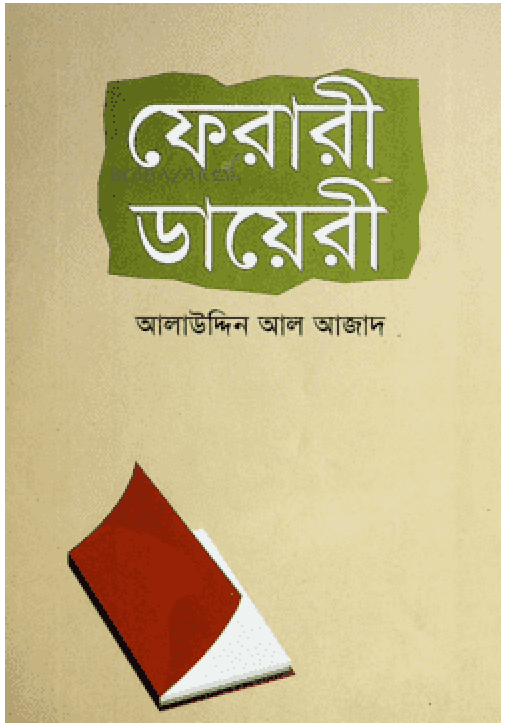

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ

সেলিনা হোসেন

একাত্তরের ঢাকা

ড. নীলিমা ইব্রাহীম

আমি বীরাঙ্গনা বলছি

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ

মেজর আবদুল জলিল

A Search for Identity

মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং

The Liberation of Bangladesh

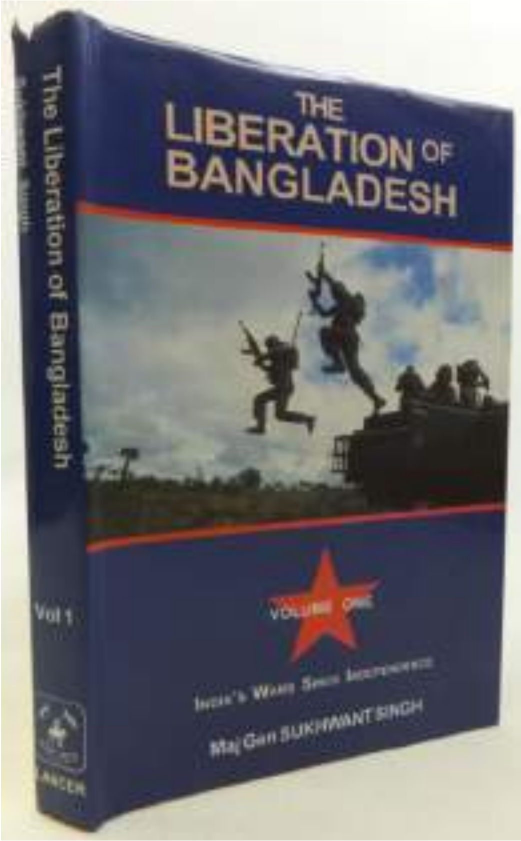

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ

মেজর রফিকুল ইসলাম

একাত্তরের বিজয় গাথা

শামসুর রাহমান

বন্দী শিবির থেকে

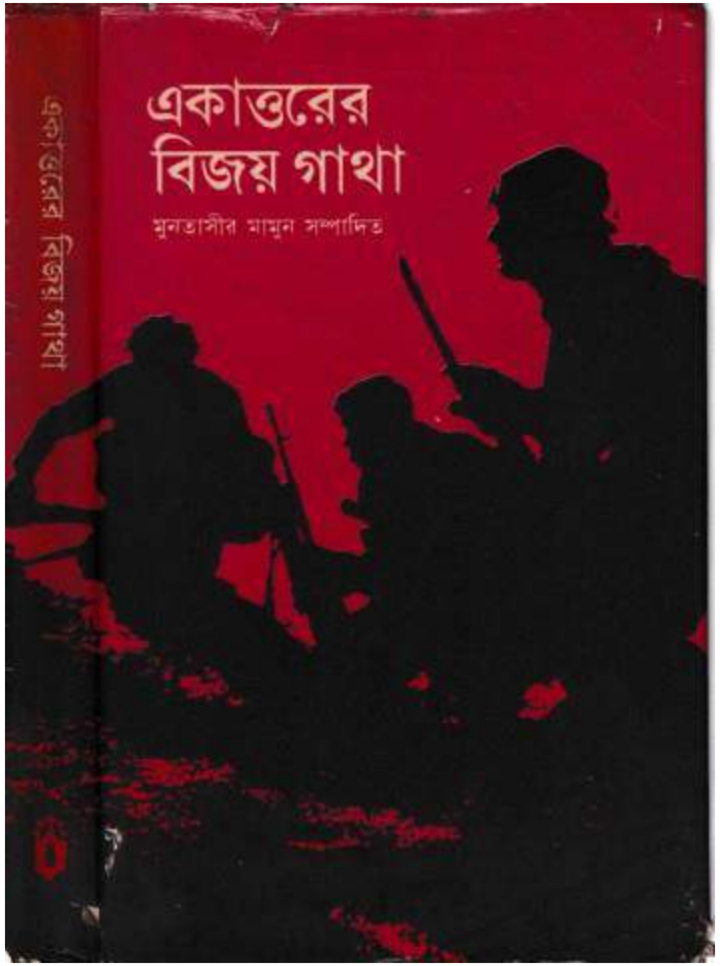

বন্দী শিবির থেকে (কাব্য)

- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার খ্যাতি ও পরিচিতি একাব্যের মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।
- এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে অবরুদ্ধ সময়ে রচিত।
- এর প্রতিটি কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়।
- এ গ্রন্থের ৩৮টি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা তুমি' ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ডায়েরি

- মেজর আঃ জলিল --- A search for Identity.
- মেজর জেনারেল সুখান্ত সিং --- The Liberation Of Banglad
- ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম --- আমি বীরাঙ্গনা বলছি।
- সেলিনা হোসেন --- একাত্তরের ঢাকা।
- রাবেয়া খাতুন --- একাত্তরের নিশান।
- আলাউদ্দিন আল আজাদ --- ফেরারী ডায়েরি।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

চাষী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর

নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

'ওরা ১১ জন'

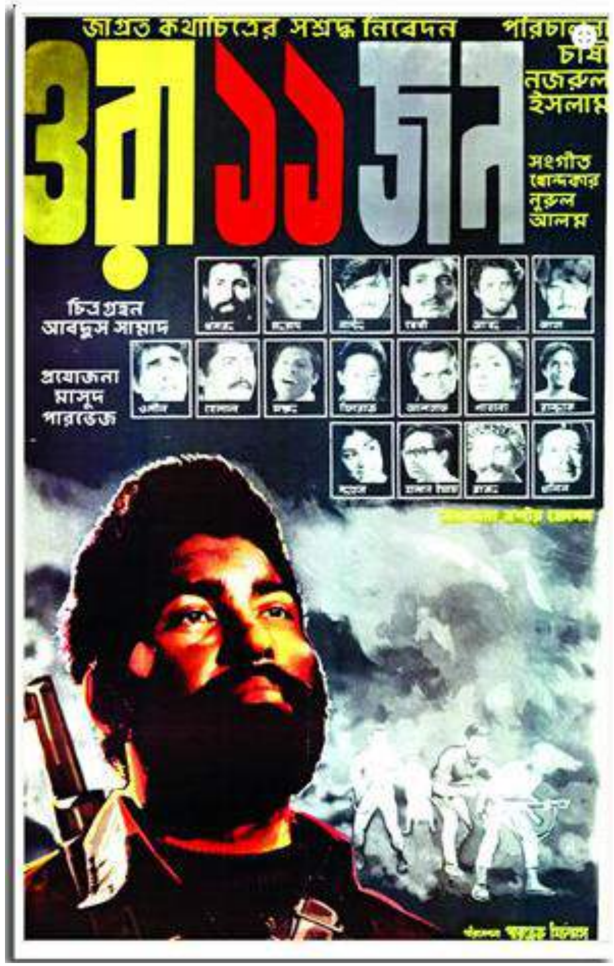

ওরা ১১ জন

পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড

পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম

সংগ্রাম

পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম

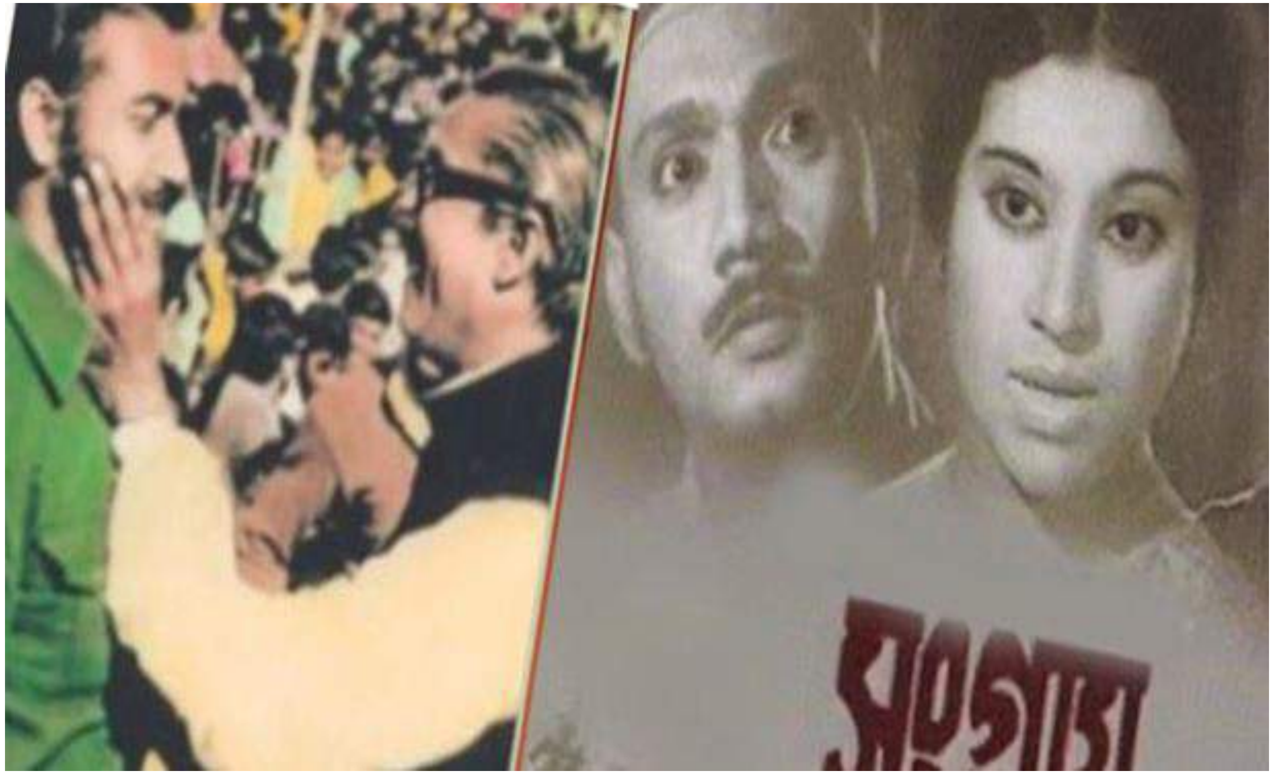

ধ্রুবতারা

পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম

একাত্তরের যীশু

পরিচালক: নাসিরউদ্দীন ইউসুফ

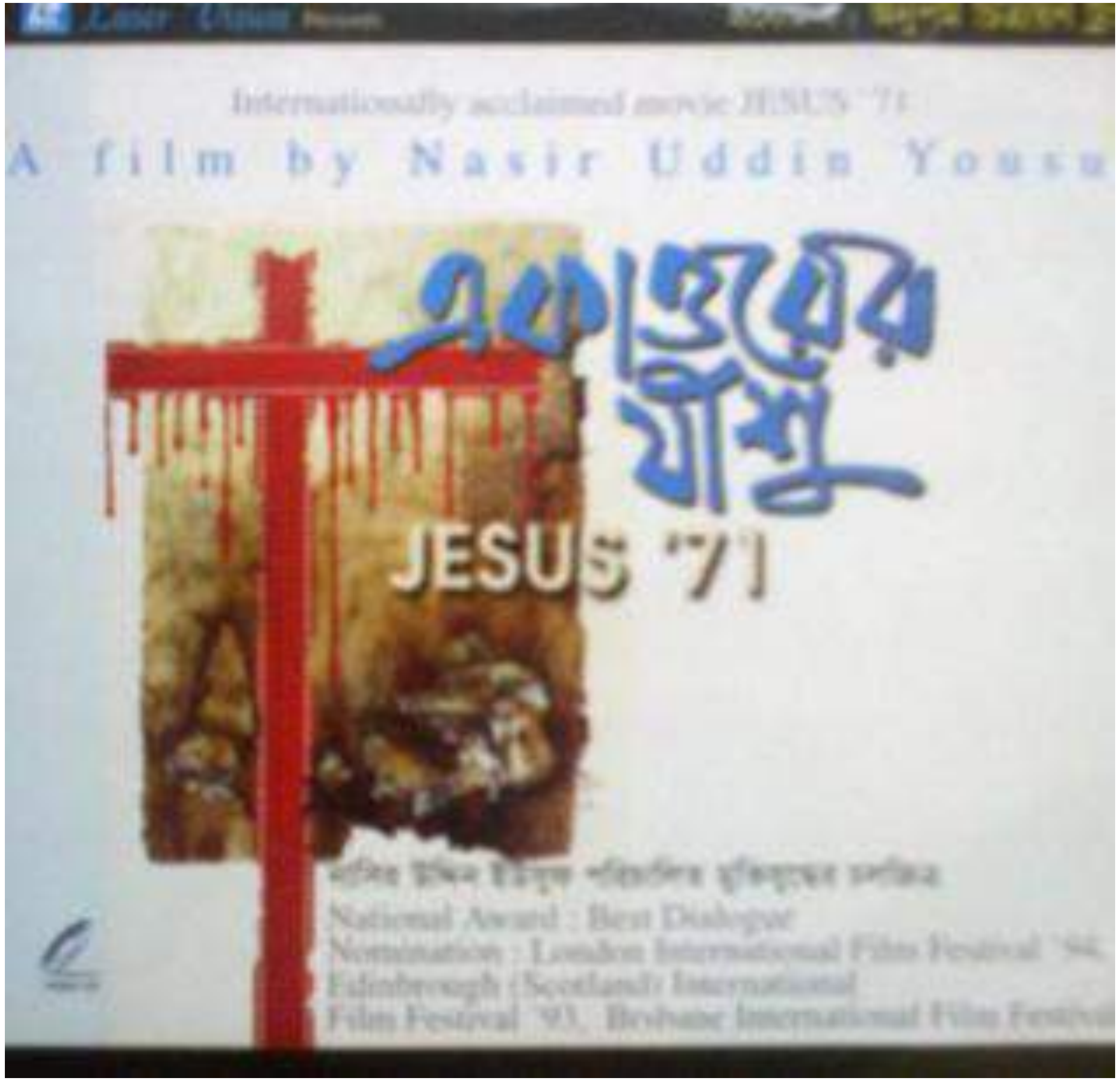

গেরিলা

পরিচালক: নাসিরউদ্দীন ইউসুফ

নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ

পরিচালক: মাসুদ পথিক

অনিল বাগচীর একদিন

পরিচালক: মোরশেদুল ইসলাম

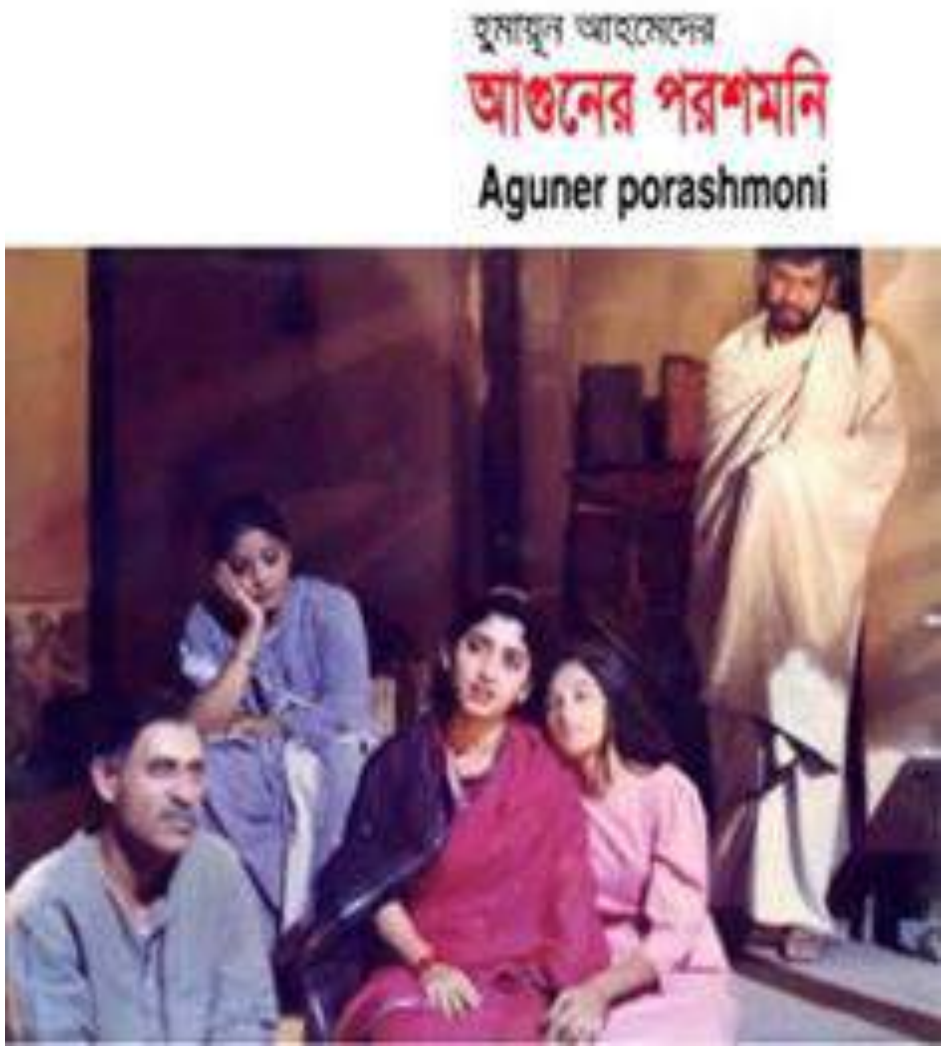

আগুনের পরশমণি

পরিচালক: হুমায়ুন আহমেদ

কলমীলতা

পরিচালক: শহীদুল হক খান

ধীরে বহে মেঘনা

পরিচালক: আলমগীর কবির

হৃদয়ে ৭১

পরিচালক: সাদেক সিদ্দিকী

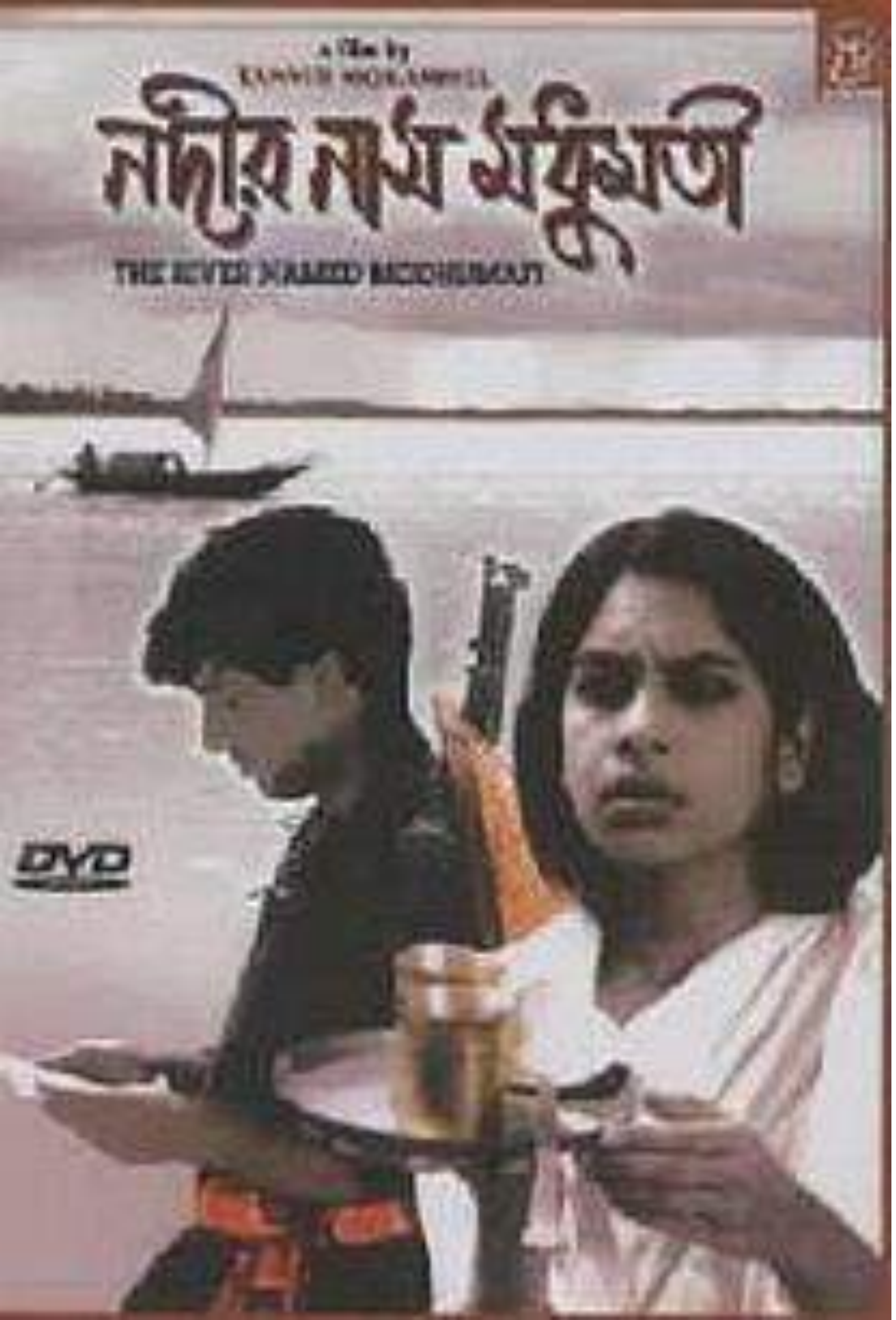

নদীর নাম মধুমতি

পরিচালক: তানভীর মোকাম্মেল

জীবনঢুলী

পরিচালক: তানভীর মোকাম্মেল

জয়যাত্রা

পরিচালক: তৌকির আহমেদ

খেলাঘর

পরিচালকঃ মোরশেদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

নাসিরউদ্দিন ইউসুফ

একাত্তরের যীশু, গেরিলা

মোরশেদুল ইসলাম

আমার বন্ধু রাশেদ, আগামী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

নারায়ণ ঘোষ মিতা

আলোর মিছিল

তারেক মাসুদ

মাটির ময়না

মুক্তিযুদ্ধোত্তর পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র - পরিচালক

- ওরা ১১ জন (১৯৭২) – চাষী নজরুল ইসলাম
- অরুনদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২) – সুভাষ দত্ত
- আবার তোরা মানুষ হ (১৯৭৩) – খান আতাউর রহমান
- ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৪) – আলমগীর কবির
- মেঘের অনেক রং (১৯৭৬) – হারুনুর রশিদ
- সংগ্রাম (১৯৭৪) – চাষী নজরুল ইসলাম
- বাংলার ২৪ বছর (১৯৭৪) – মোহাম্মদ আলী
- আগুনের পরশমনি (১৯৯৫) – হুমায়ুন আহমেদ
- রূপালী সৈকত (১৯৭৯) – আলমগীর কবীর
- এখনও অনেক রাত (১৯৯৭) – খান আতাউর রহমান
- বাঁধন হারা (১৯৮১) – এ জে মিন্টু
- হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭) – চাষী নজরুল ইসলাম

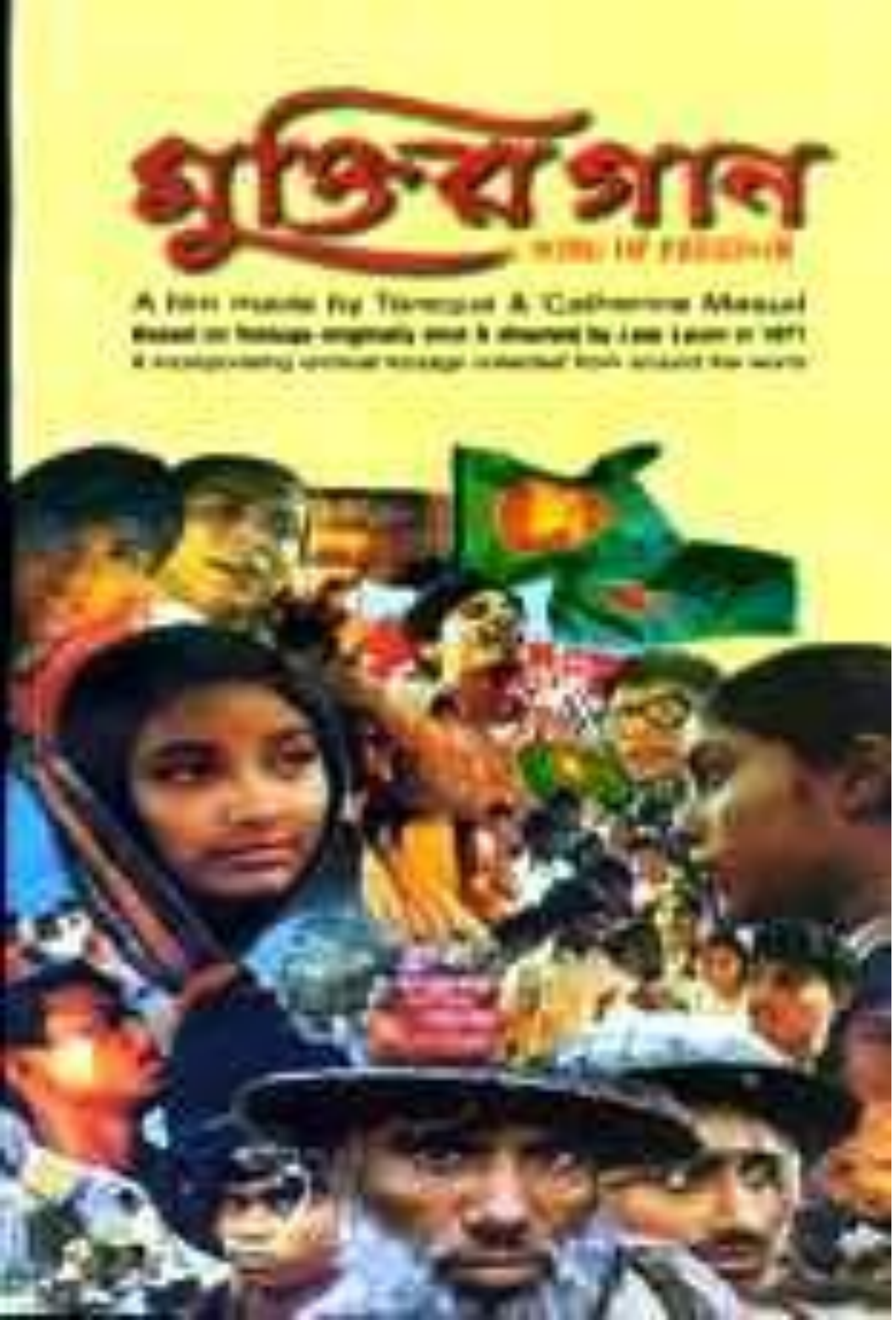

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচিত্র

জহির রায়হান

Stop Genocide, A State is Born

তারেক মাসুদ

মুক্তির কথা

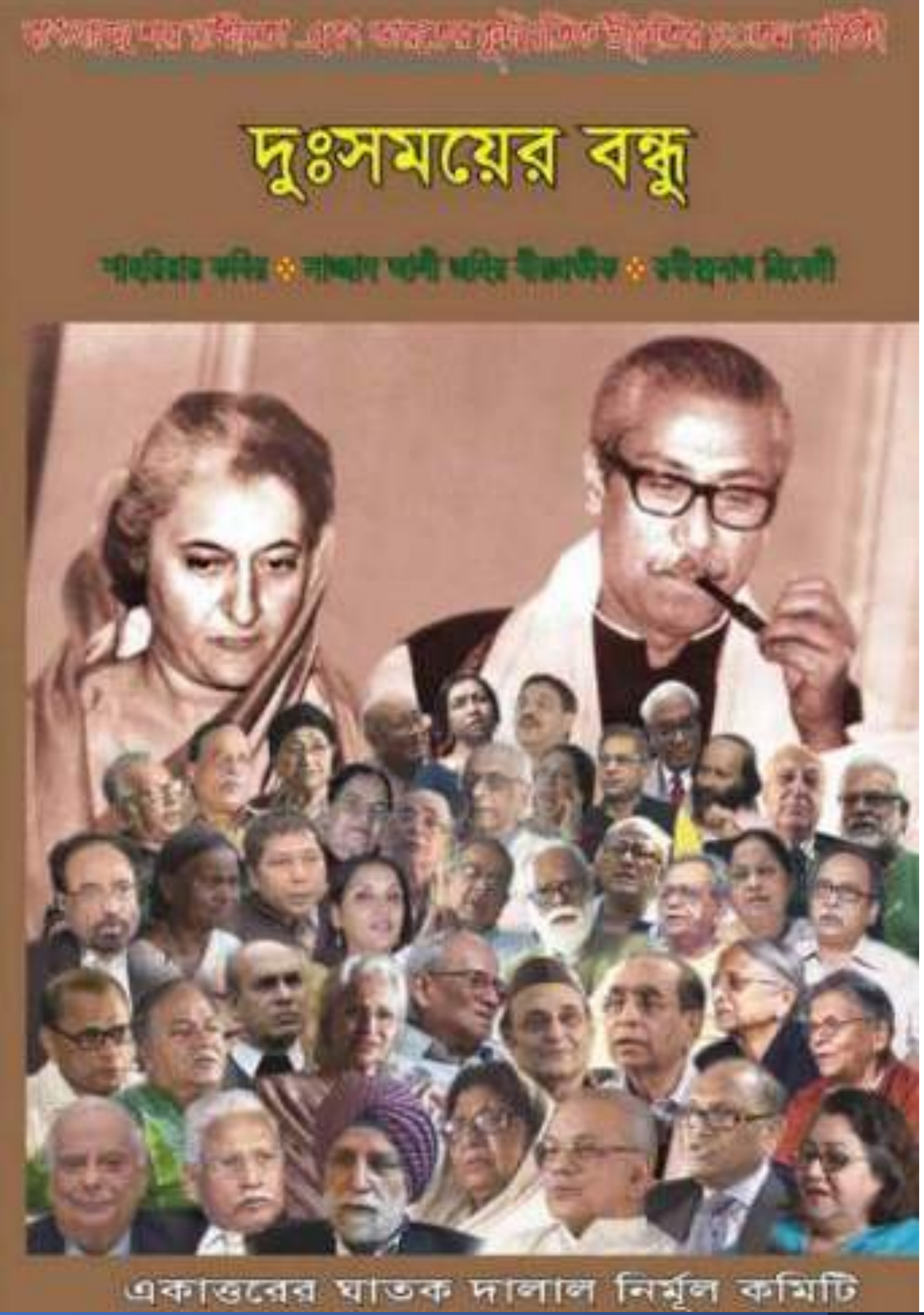

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

শাহরিয়ার কবির

দুঃসময়ের বন্ধু

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র - পরিচালক

- Stop Genocide (১৯৭১) – জহির রায়হান
- Astate in Born (১৯৭১) – জহির রায়হান
- Liberation fighters (১৯৭১) – বাবুল চৌধুরী
- মুক্তির গান – তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
- মাটির ময়না – তারেক মাসুদ
- স্মৃতি ৭১(১৯৯৫) – তানভীর মোকাম্মেল

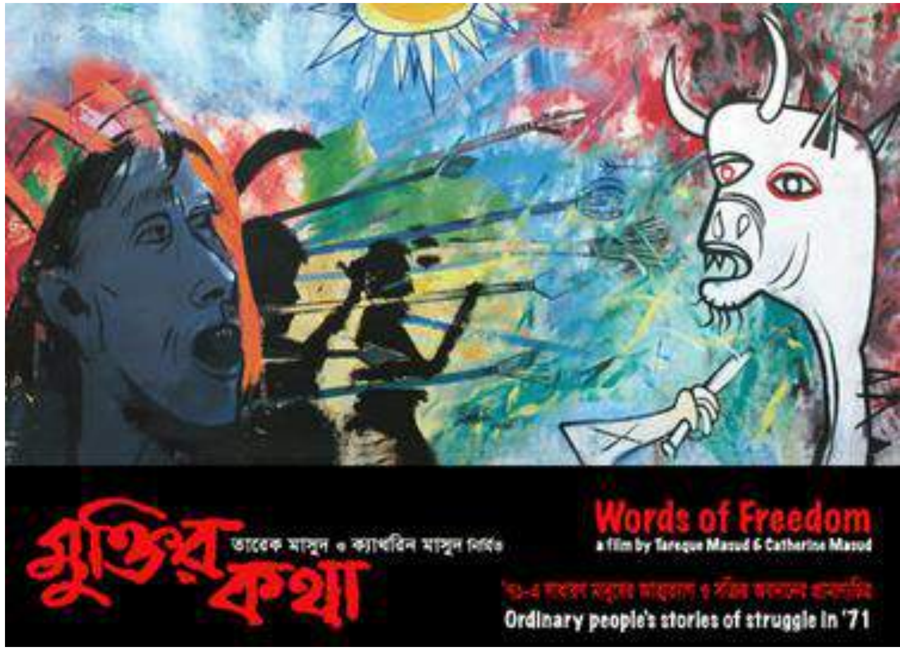

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

অ্যালেন গিনসবার্গ

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: দলিলপত্র

বাংলাদেশের **মুক্তিযুদ্ধের** ওপর ১৫ খণ্ডের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দালিলিক প্রকাশনা।

তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এই খণ্ডগুলো সম্পাদনা করেছেন কবি ও সাংবাদিক **হাসান হাফিজুর রহমান**।

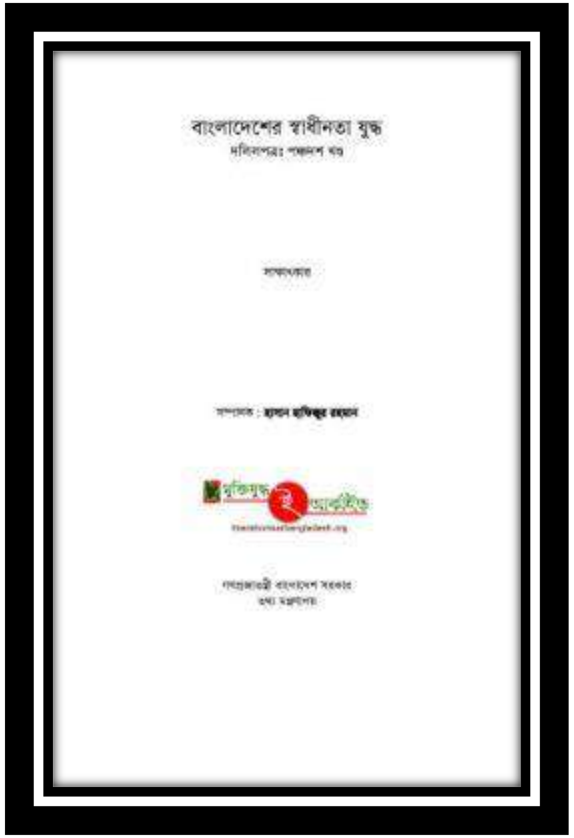

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ/ রচনা

আমার কিছু কথা

শেখ মুজিবুর রহমান

বুকের ভেতর আগুন

জাহানারা ইমাম

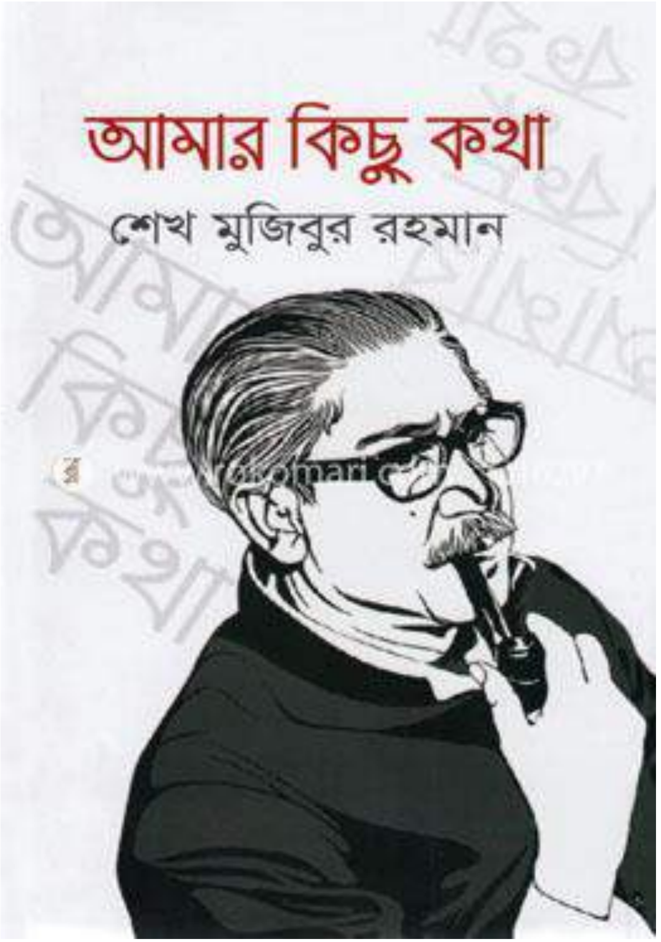

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ / রচনা

মেজর রফিকুল ইসলাম

শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

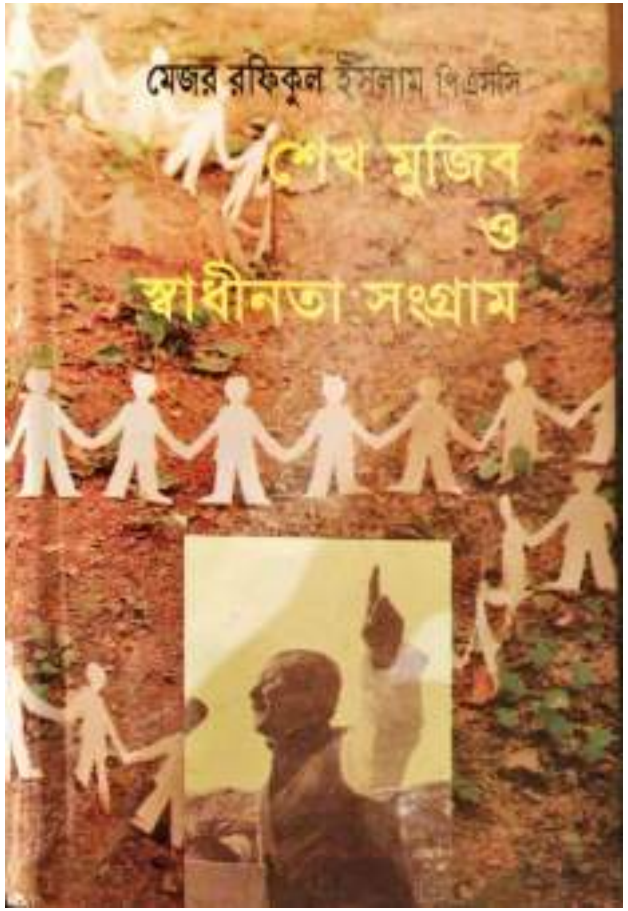

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ/ রচনা

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

দা রেইপ অব বাংলাদেশ

(১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় তিনি বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা ও অন্যান্য ঘটনা পর্যবেক্ষণপূর্বক বিশ্ববাসীর কাছে সর্বপ্রথম উন্মোচিত করেন। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে লিখেন যা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করেছিল)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ/রচনা

জননী সাহসিনী-৭১

আনিসুল হক

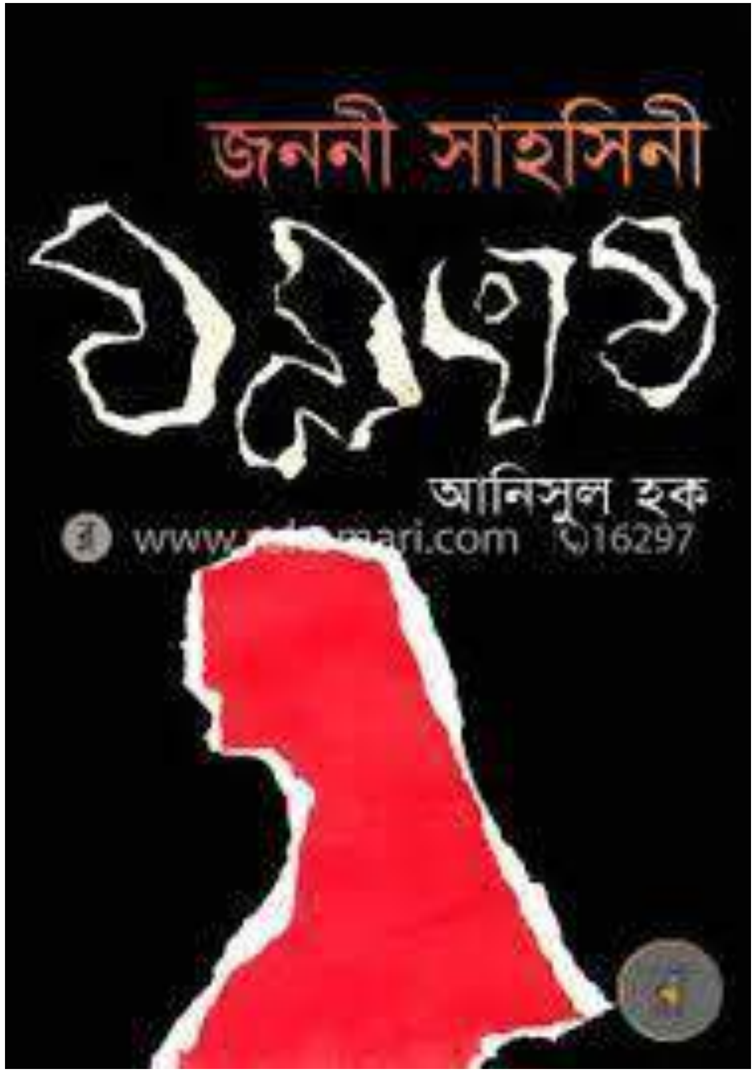

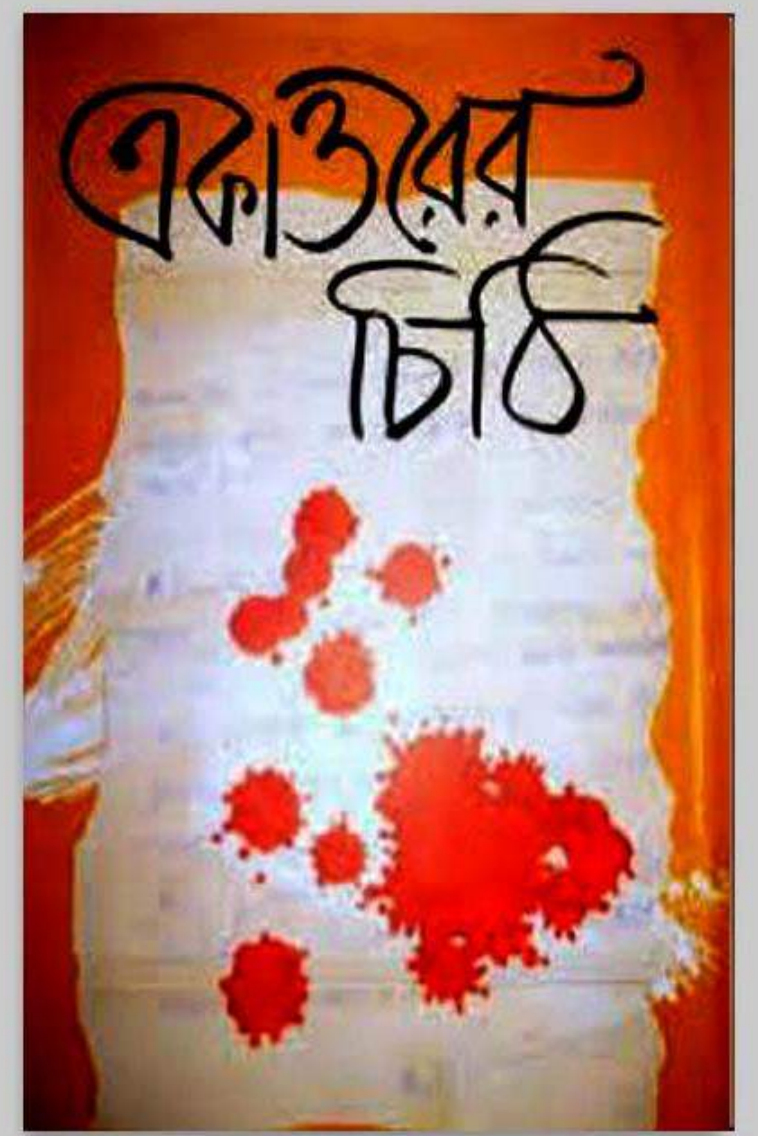

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ/ রচনা

গ্রামীনফোন ও প্রথম আলো-

একাত্তরের চিঠি

(মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন)

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ডায়েরি

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, ডায়েরি

গ্রন্থ	লেখক
১) জেল থেকে লেখা	সত্যেন সেন
২) ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
৩) একাত্তরের দিনগুলি (স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম
৪) একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
৫) আমি বিজয় দেখেছি, একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
৬) একাত্তরের ঢাকা, যাপিতজীবন	সেলিনা হোসেন
৭) একাত্তরের নিশান, একাত্তরের নয় মাস	রাবেয়া খাতুন
৮) A Search for Identity	মেজর আবদুল জলিল
৯) The Liberation of Bangladesh	মেজর জেনারেল সুখওয়ান্তসিং
১০) লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, একাত্তরের বিজয় গাঁথা, একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম
১১) আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম
১২) একাত্তরের চিঠি : মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন	(গ্রামীণফোন ও প্রথম আলোর সংকলন, প্রথমা থেকে প্রকাশ)
১৩) আমার কিছু কথা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৪) বাংলাদেশ কথা কয়	শামসুর রাহমান
১৫) বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ	(মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংকলন ও সম্পাদনা করেন হাসান হাফিজুর রহমান জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে।)
১৬) বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ	রামেন্দু মজুমদার
১৭) মুক্তিযুদ্ধ সত্যের মুখোমুখি	অধ্যাপক আবু সাইয়ীদ
১৮) বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
১৯) একাত্তরের যুদ্ধ শিশু	সাজিদ হোসেন
২০) ১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর	শওকত ওসমান
২১) একাত্তরের রণাঙ্গনে	নিজামউদ্দিন লস্কর
২২) একাত্তরের বিজয়	শামসুল আলম সাঈদ
২৩) মুক্তিযুদ্ধ কোষ (সম্পাদিতগ্রন্থ)	মুনতাসীর মামুন
২৪) শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা	শাহরিয়ার কবির
২৫) একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
২৬) মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস	এস)এম) এ ভূইয়া

একাত্তর নামক কিছু গ্রন্থ

একাত্তর নামক বেশ কিছু গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
১) একাত্তরের যুদ্ধ শিশু	সাজিদ হোসেন
২) একাত্তরের বিজয়	শামসুল আলম সাঈদ
৩) বিজয় ৭১	এম আর আখতার মুকুল
৪) একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
৫) একাত্তর কথা বলে	মনজুর আহমেদ
৬) একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল
৭) একাত্তর নিশান	রাবেয়া খাতুন
৮) একাত্তরের নয় মাস	রাবেয়া খাতুন
৯) একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
১০) একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গান

১. সব কটি জানালা খুলে দাও না.... গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু, সুরকার: আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল এবং সাবিনা ইয়াসমিন

২.মোরা একটি ফুলকে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি.......

গীতিকার গোবিন্দ হালদার

শিল্পী আপেল মাহমুদ

৩. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা..... গীতিকার গোবিন্দ হালদার। কণ্ঠ দিয়েছেন- প্রথমে সপ্না রায়, পরে রেবেকা সুলতানা।

৪. আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই...... গীতিকার সিকান্দার আবু জাফর

৫. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে.... গীতিকার গোবিন্দ হালদার

৬.জয় বাংলা বাংলার জয়......... গীতিকার গাজি মাজহারুল আনোয়ার

৭. এক নদী রক্ত পেরিয়ে ... খান আতাউর রহমান

Thank you

50

150%

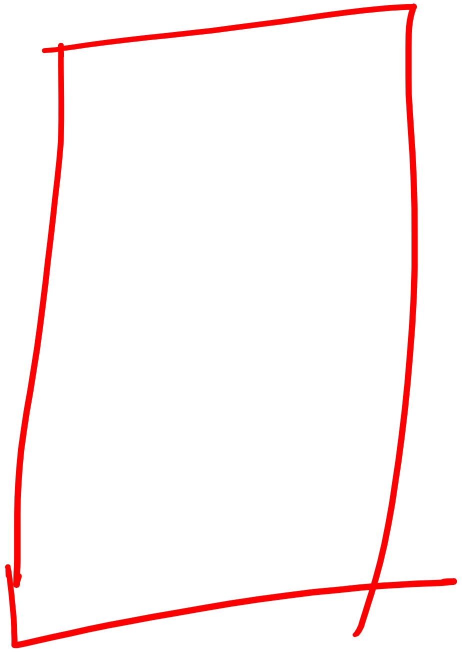

50

40

100%